بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

আল্লাহ্‌তা'লার একত্ববাদ -এর প্রেক্ষাপটে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র জীবনী

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২৭ মার্চ, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের আলোকে তাঁর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা চলছিল। মক্কাবিজয়ের সময় মহানবী (সা.) কর্তৃক মূর্তিভাঙার ঘটনা সাম্প্রতিক বিভিন্ন খুতবায় সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি (সা.) মূলত একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার ঘোষণাস্বরূপ এ কাজ করেছিলেন; অর্থাৎ তোমরা যেসব মূর্তির ইবাদত করো, সেগুলোর অবস্থা তো এই। তায়েফবাসীর উপাস্য 'লাত' মূর্তি সম্পর্কে এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তারা এই আবেদন করেছিল যেন অন্তত তিন বছর পর্যন্ত লাত মূর্তিকে ভাঙা না হয়। কিন্তু তাঁর (সা.) তাওহীদী আত্মমর্যাদা এই আপসকামিতা গ্রহণ করেনি। পরবর্তীতে তায়েফবাসীরা এক বছর এবং এরপর মাত্র এক মাস পর্যন্ত সেই মূর্তিকে ধ্বংস না করার সুপারিশ করেছিল, কিন্তু তিনি (সা.) সেই আবেদনও প্রত্যাখ্যান করেন এবং শেষ পর্যন্ত সেই মূর্তিটিকে গুঁড়িয়ে দেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: মহানবী (সা.) মক্কার মুশরিকদের মোকাবেলা করে কাবাকে কেবল মূর্তিমুক্তই করেননি, বরং মুসলমানদের হৃদয়েও তাওহীদকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি (সা.) সাহাবায়ে কেরামের এমন উচ্চমানের তরবিয়ত করেছিলেন যে, তাঁদের মনে শিরকের সামান্যতম চিন্তাও যেন জন্ম নিতে না পারে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.) একদিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, **আমার প্রশংসায় অতিরঞ্জন কোরো না যেমনটি খ্রিস্টানরা ইবনে মরিয়মের প্রশংসার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করেছে। আমি কেবলই খোদার এক অধম বান্দা। কাজেই, তোমরা আমার জন্য শুধু এটিই বলবে যে, তিনি খোদার বান্দা ও রসূল।**

অন্য এক প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) বলেছেন: **'আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষের নামে কসম খেতে নিষেধ করেছেন। যাকে কসম খেতেই হয়, সে যেন আল্লাহ্‌র নামে কসম খায় অথবা চুপ থাকে।'** প্রকৃত

অর্থে তাঁর এটি সহ্য হতো না যে, খোদার একত্ববাদের বিপরীতে কোনো কিছুকে রাখা হবে।

জনৈক সাহাবী মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, যদি যুদ্ধের ময়দানে শত্রু আমার একটি হাত কেটে ফেলে এবং এরপর পরক্ষণেই কালেমা পাঠ করে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়, তবে কি আমি তাকে হত্যা করতে পারি? মহানবী (সা.) বললেন: 'না, তাকে হত্যা করো না।' তিনি (সা.) আরও সবিস্তারে ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, 'যদি সে কালেমা পাঠ করার পর তুমি তাকে হত্যা করো, তবে সে (কালেমার বরকতে) তোমার চেয়ে উত্তম অবস্থায় পৌঁছে যাবে এবং তুমি তার চেয়েও নিকৃষ্ট অবস্থায় পতিত হবে।'

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: সুতরাং সাহাবীগণের মধ্যে কেউ যদি এমন কোনো কাজ করতেন (যা তাওহীদের মর্যাদার পরিপন্থী), তবে নবী করীম (সা.) অত্যন্ত কঠোরভাবে তার নিন্দা জানাতেন। কিন্তু বর্তমান যুগের আলেমদের অবস্থা দেখুন। পাকিস্তানে আহমদীগণ কালেমা পাঠ করা সত্ত্বেও তাঁদের ওপর যে জুলুম-নির্যাতন চালানো হয়, তার কোনো সীমা নেই। এই জালিমদের বিষয়ে ফয়সালা মহানবী (সা.) এই রেওয়ায়েতেই (পূর্ববর্ণিত হাদীসে) করে দিয়েছেন। যা-ই হোক, এখন সেই দেশের চরমপন্থী মৌলভীদের অনুসারী সাধারণ মানুষের গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত।

মহানবী (সা.) বলেন: **'তোমাদের ব্যাপারে আমি যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি ভয় করি, তা হলো শিরক-ই-আসগার বা ছোট শিরক; অর্থাৎ রিয়াকারী (লৌকিকতা)। কিয়ামতের দিন লোকদেরকে যখন তাদের আমলের প্রতিদান দেয়া হবে তখন আল্লাহ্ তাদেরকে বলবেন, তাদের কাছে যাও যাদের জন্য তোমরা পৃথিবীতে লৌকিকতা প্রদর্শন করতে আর তাদের কাছে তোমাদের প্রতিদান চেয়ে দেখো, পাও কিনা?**

মহানবী (সা.) আরও বলেছেন যে, **আল্লাহ্তা'লা বলেন: 'আদম সন্তান আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং আমার শানে বেয়াদবি করে, অথচ এটি তাদের জন্য শোভা পায় না। তারা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অর্থ হলো-সে পুনরুত্থান বা পুনরায় জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করে; অথচ যেভাবে আল্লাহ্ তাকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করাও তাঁর জন্য অতি সহজ। আর তার বেয়াদবি বা ধৃষ্টতা হলো-সে আল্লাহ্র সন্তান আছে বলে বিশ্বাস পোষণ করে; অথচ আল্লাহ্তা'লা সকল প্রকার অভাব-অভিযোগ থেকে পবিত্র, অমুখাপেক্ষী এবং একক-অদ্বিতীয়।**

সূরা ইখলাসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, **আল্লাহুস সামাদ** অর্থ, আল্লাহ্ সেই সত্তা যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন অথচ সবাই তার মুখাপেক্ষী। এই একটি ছোটো বাক্যে খোদা তা'লা কত সুন্দরভাবে তাঁর অংশীবাদিতা থেকে পবিত্র হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: মহানবী (সা.) সূরা ইখলাসকে **'সুলুসুল কুরআন'** অর্থাৎ কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ হিসেবে অভিহিত করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এ প্রসঙ্গে বলেন যে, এর অর্থ হলো-এই সূরার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কুরআন করীম ও হাদীসসমূহ অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, শেষ যুগে দুটি বড় ফেতনা বা বিপর্যয় সৃষ্টি হবে; একটি দাজ্জালী ফেতনা এবং অন্যটি ইয়াজূজ-মাজুজ-এর নৈরাজ্য। এই উভয় ফেতনা একে একে ইসলামের সাথে সংঘাত লিপ্ত হবে। এর মধ্যে একটি ফেতনা এক আল্লাহ্র পরিবর্তে তিন খোদার আকিদা পোষণ করে; অর্থাৎ খোদা পিতা, খোদা পুত্র এবং খোদা পবিত্র আত্মা (রূহুল কুদুস)। দ্বিতীয় ফেতনাটি হলো নাস্তিক্যবাদ (দাহরিয়াত), যা সরাসরি আল্লাহ্র অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে। কুরআন করীম এই উভয় ফেতনার আকিদাসমূহ খণ্ডন করেছে। কুরআন করীম কেবল 'খোদা পিতা' (অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্)-এর খোদায়ী বা প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে এবং 'খোদা পুত্র' ও 'পবিত্র আত্মা'র ধারণাকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান ও খণ্ডন করেছে। যেহেতু কুরআন করীম তথাকথিত তিন খোদার মধ্য থেকে কেবল এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্র প্রকৃত খোদায়ী প্রতিষ্ঠা করেছে, তাই এটি স্পষ্ট যে-যেহেতু কেবল 'খোদা পিতা'র (একত্ববাদের) সমর্থন করা কুরআনের তিন ভাগের এক ভাগ বিষয়বস্তু, সেহেতু সূরা ইখলাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ হিসেবে গণ্য হয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন,

নিশ্চিত তাওহীদ বা একত্ববাদ কেবল নবীর মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। যেমনটি আমাদের নবী (সা.) আরবের নাস্তিক ও ধর্মহীনদের হাজার হাজার আসমানী নিদর্শন দেখিয়ে আল্লাহ্‌তা'লার অস্তিত্বের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়েছিলেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজ এই যুগে ইয়াজূজ-মাজুজ এবং দাজ্জাল তো একপাশে থাক, খোদ মুসলমানদের মধ্যেও প্রকৃত ও সত্যিকারের তাওহীদের সঠিক উপলব্ধি অবশিষ্ট নেই। অতএব, এই যুগে মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান সেবক মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদীর আসার কথা ছিল এবং তিনি এসেছেন; আর তিনি তাওহীদের বিরুদ্ধে হওয়া প্রতিটি আক্রমণের মোকাবেলা করেছেন। সুতরাং, আমরা প্রকৃত বয়আতের হক তখনই আদায় করতে পারব, যখন আমরা সত্যিকারের তাওহীদ বা একত্ববাদে বিশ্বাসী হব।

তাওহীদের উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ্ তা'লাকে বলেন, তুমি আমাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দাও যার মাধ্যমে আমি তোমাকে স্মরণ করব এবং তোমার প্রার্থনা করব। খোদা তা'লা বলেন, হে মূসা! তুমি **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্** পাঠ করো। হযরত মূসা (আ.) বলেন, তোমার সব বান্দারাই তো এটি পাঠ করে। হযরত মূসা (আ.) বারবার দাবি করলে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **যদি সাত আকাশ ও পৃথিবীকে এক পাল্লায় রাখা হয় আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌কে এক পাল্লায় রাখা হয় তাহলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র ওজন অধিক হবে।**

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন: মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র শিক্ষা হলো এই যে-কালেমা **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'** পাঠ করলে গুনাহ দূর হয়ে যায়। এটি ধ্রুব সত্য এবং বাস্তব যে, যে প্রকৃত অর্থে খোদাকে এক অদ্বিতীয় জ্ঞান করবে এবং মুহাম্মদ (সা.)-কে সেই সর্বশক্তিমান খোদা প্রেরণ করেছেন– এ বিশ্বাস পোষণ করবে, এরপর যদি সে শেষ নিঃশ্বাস গ্রহণ করে তাহলে সে মুক্তি লাভ করবে।

অন্য এক প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) বলেছেন : 'যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই; আর মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল; এবং এই যে-ঈসা (আ.) আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর দাসীর (মরিয়ম) পুত্র এবং এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মরিয়মের নিকট প্রেরিত তাঁর বাণী ও তাঁর পক্ষ থেকে আসা একটি রূহ (আত্মা); এবং জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য-আল্লাহ্ তাকে জান্নাতের আটটি দরজার মধ্য থেকে যেটি দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করাবেন।'

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: মহানবী (সা.) প্রতিটি সুযোগে তাওহীদ বা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ বর্ণনা করেছেন এবং উম্মতের হৃদয়ে তা গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী, আল্লাহ্‌র মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার প্রতি তাঁর (সা.) এতটাই গভীর অনুরাগ ও আগ্রহ ছিল যে, বিরোধীরাও তা স্বীকার করত। এমনকি একজন ফরাসি ঐতিহাসিকও লিখেছেন যে, নবুওয়াত ঘোষণা থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর (সা.) মুখে সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকির অব্যাহত ছিল; যেন তাঁর (সা.) জীবনের একমাত্র লক্ষ্যই ছিল সারা বিশ্বে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করা।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এক স্থানে বলেছেন যে, এই বিষয়টি সবসময় খেয়াল রাখা উচিত যে, মহানবী (সা.)-এর শান বা মর্যাদা যতই উচ্চে হোক এবং তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা যতই গভীর হোক না কেন; আল্লাহ্‌তা'লার শান ও মর্যাদা সব অবস্থাতেই তাঁর (সা.) মর্যাদার চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। আল্লাহ্‌তা'লা অনাদি ও অনন্ত, আর মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হলেন তাঁর অসংখ্য অনুগ্রহ ও করুণার মধ্যে একটি মহান ও বিশাল অনুগ্রহ। এটি তাঁর (সা.) সত্তার প্রতি এক প্রকার শত্রুতা হবে যদি আমরা তাঁকে এমন কোনো মর্যাদা প্রদান করি, যা প্রদানের ফলে আল্লাহতা'লার একক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়।

মহানবী (সা.)-এর হৃদয়ে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার ভাবনা এতটাই প্রবল ছিল যে, মৃত্যু শয্যার চরম মুহূর্তেও

তাঁর পবিত্র মুখ থেকে বারবার এই কথাগুলো বের হচ্ছিল-**'আল্লাহ ইহুদী ও নাসারাদের ওপর লানত বর্ষণ করুন, তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে সেজদাহগাহ বা মসজিদে পরিণত করেছে।'** তিনি (সা.) বারবার এটিই বলছিলেন। যেন জাতিকে দেওয়া তাঁর শেষ নসিহত ও শেষ পয়গাম ছিল এটাই যে- 'আমাকে কখনো মুশরিকানা মর্যাদা দিও না।'

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমাদের এই বিষয়টি খেয়াল রাখা উচিত যেন আমরা তাওহীদের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে পারি এবং তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবী (সা.)-এর হৃদয়ের সেই ব্যাকুলতাকে অনুধাবন করে তার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করে প্রকৃত 'মুওয়াহিদ' (একত্ববাদী) হতে পারি। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সেই তাওফীক দান করুন। আমীন।

খুতবার শেষে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমেরিকা ও ইসরাইল ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বে, বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোর ওপর নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যার ফলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে। এতে মাঝখানে আরব দেশগুলোরও ক্ষতি হচ্ছে। হুযূর মুসলমানদের সতর্ক করে বলেন যে, তারা যেন এই পরিস্থিতি অনুধাবন করে ঐক্যবদ্ধ হয়।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এ বিষয়ে দোয়া করার তৌফিক দিন এবং ইসলামি দেশগুলোকে একতাবদ্ধ হওয়ার তৌফিক দান করুন, আমীন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

নব প্রকাশিত বাংলা পুস্তক

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রচিত দুইটি অনন্যসাধারণ পুস্তকের বাংলা অনুবাদ নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছে। **ইসমাত এ আম্বিয়া (নবীগণের পবিত্রতা)** এবং **আল্ ইস্তিফতা (বিবেকের কাছে প্রশ্ন)**। পুস্তক দুইটি সংগ্রহ করতে সংশ্লিষ্ট দফতর অথবা জেলা ইনচার্জদের সাথে যোগাযোগ করুন। জযাকুমুল্লাহ।

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

27 March 2026

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in